OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 622 - 629
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে রামগতি ন্যায়রত্ন : সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনার আওতায়

সৌপ্তিক কুমার মান্না
গবেষক, ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: souptik.manna@gmail.com
0009-0001-2579-1350

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Itihasa, Ramgati Nyayaratna, Literary history, Political history, Bengali identity, Pride, Constraints, 19th century.

Abstract
There is a distinctive difference between the Eurocentric notion of 'history' that is based on the idea of conservation, and the Indian concept of 'Itihasa', that sees the past as more than just a written archive. Recording events only through a faithful account of date and time has not been the end goal of studying history in India. Instead, it treats history as a philosophy of life that encompasses a range of holistic practices, including oral histories, Puranas, epics and so on. Indian history, as seen before the 19th century, is mostly a political history that looked at the nation as a passive province attacked and plundered, time and again, by foreign invaders who stripped the nation of any form of pride. Bengal had a similar past. During this period, there developed among the educated people of Bengal, a need to search for an alternative history that would help them regain their lost dignity. Writing a history of literature became one such way that allowed the Bengali intelligentsia to redeem themselves of their humiliation by composing a chronicle of their creations. Among several scholars who attempted to document parts of Bengal's literary history, Ramgati Nyayaratna was the first writer who sought to create a synthesised record that divided literature chronologically among different periods in history. This paper attempts to study how Nyayaratna conceives the history of Bengali literature and the implications of what he chooses (and does not choose) to include. It also seeks to understand the premises on which Nyayaratna builds his arguments and how these conjectures in the contemporary world, aid in consolidating an eclectic history of the roots of Bengali literature that elucidates the conditions that influenced both the literature and the construction of histories in 19th century Bengal.

Discussion

উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায় বাঙালির ঐতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। (পৃ. ৩২০) শুধু প্রশ্নতেই আটকে থাকেননি বরং 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' বলে দাবিও করেছেন। যে অর্থে ইউরোপীয় জাতির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাস আছে সেই অর্থে ভারতের ইতিহাস না থাকার কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের অতিমাত্রায় দেব নির্ভর ও সেই সূত্রে বিনয়ী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই কারণ বশত ভারতবর্ষীয় মানুষ তাদের গর্বের কথা সদর্পে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে। এহেন মন্তব্যের সাপেক্ষে খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'ইতিহাস' কী সে সম্পর্কে প্রশ্ন চলে আসে। ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধারণার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একদিকে যেখানে গ্রিক বা লাতিন ইতিহাসের ধারণায় অনুসন্ধানের বিষয়টি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, সেখানে ভারতীয় ধারণায় ইতিহাস বলতে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষের জীবনকে যাপন করার চিরাচরিত যে আদর্শ ও মূল্যবোধ সেই দিকটিকে। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* গ্রন্থে 'ইতিহাস' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়েছে শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – 'যা উপদেশ পরম্পরা রূপে আছে' এবং এর মধ্যে তিনি পৌরাণিক উপাখ্যান, মহাকাব্যতাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধেও *রামায়ণ, মহাভারত*-কে শুধুমাত্র মহাকাব্য বলেই পাঠ করতে নারাজ, তাঁর মতে এগুলি 'ইতিহাসও বটে'। (পৃ. ৭) অর্থাৎ, ভারতের ক্ষেত্রে ইতিহাস শুধুমাত্র বাহ্যিক ঘটনাবলীর সমাহার এমনটা নয় বরং বলা যায় মৌখিক পরম্পরা থেকে শুরু করে শাস্ত্র, সাহিত্য ধারার মধ্যেও ইতিহাস নিহিত আছে কাহিনির আকারে, জীবনবোধের আদর্শ চিত্রণের মধ্যে। ইতিহাসবিদ্ রোমিলা থাপার তাঁর 'The Past As Present' গ্রন্থে ভারতীয় মহাকাব্য, নীতি-ধর্ম শাস্ত্রগুলিকেও অতীত ভারতের ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আধুনিককালে ইতিহাস বলতে যা বোঝানো হয় তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যায় ভারতের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে পুরাণ, বংশ পরম্পরা, সামাজিক রীতি-নীতির অন্তঃসম্পর্ক বর্তমান, যা আসলে ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরম্পরাকে একটা বৈধতা প্রদান করে। বিষয়টিকে আবার বিপরীত দিক থেকে বিচার করতে গেলে সেক্ষেত্রেও দেখা যায় শাস্ত্রকার দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রেও তা যেন ইতিহাস থেকেই গৃহীত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, এটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ইতিহাস-সাহিত্য-জীবন কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং এই তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে তৈরি করেছে ত্রিবেণী সঙ্গম।

তাই, বলা যায় ভারতের ক্ষেত্রে আদিকাল থেকেই রাজনৈতিক পালা বদল থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক যেকোনও পরিবর্তন বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সাহিত্য ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত জীবনাচরণের রীতি-নীতি। আসলে, চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস) দেশ ভারতে দেশ পরিচালনা থেকে সামাজিক জীবন এমনকি আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গেও শাস্ত্রের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। তাই, শুধুমাত্র যুদ্ধ, ক্ষমতার হস্তান্তর-ই ভারতের ইতিহাসের শেষকথা নয় বরং বারবার করে বিদেশী ঐতিহাসিকদের চোখে দেখা ভারত-ইতিহাসের এই চেনা ছকের বাইরে আরও এক ইতিহাসের ধারা বয়ে যেতে থাকে যা মূলত সাহিত্য নির্ভর। কোনও জনগোষ্ঠীর কথা বিশদে জানার জন্য প্রয়োজন পড়ে সেই জনগোষ্ঠীর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানার। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে বাংলার চিরচেনা ইতিহাসকে আরও স্পষ্ট করে বললে রাজনৈতিক ইতিহাসকেই একমাত্র ইতিহাস বলে মানতে চাননি, এমনকি এই ইতিহাসকে বাংলার ইতিহাস বলেই মানতে চাননি - ঠিক একই রকম ভাবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'ইতিহাস' প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে সিংহাসনের লড়াই, বাবা-ছেলের দ্বন্দ্ব, পাঠান-মোগল-ফরাসি-ইংরাজের আগমনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও এগুলিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন – এই সবকিছুর মধ্যে "ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাঁর কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিইয়াছে তাহারাই আছে"। (পৃ. ১) অর্থাৎ, প্রচলিত ইতিহাসের মধ্যে ভারতের মানুষ তাদের শিকড়কে খুঁজে পাচ্ছে না, খুঁজে পাচ্ছে না দেশীয় গৌরবকে। তাই, সেই বিজিত জাতির হীনগৌরবের ইতিহাস ছেড়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই খোঁজ শুরু হয়েছিল এমন এক ইতিহাস চর্চার যার মধ্যে দেশের মানুষ নিজেদের অস্তিত্বকে বুঝতে পারে এবং অনুভব করতে পারে। আর, সেই খোঁজ বা অনুসন্ধান থেকেই জন্ম নেয় সাহিত্যের ইতিহাস। কারণ, দেশ-কাল-মানুষের জীবনের উপর নির্ভর করেই সাহিত্যের উৎপত্তি এবং এই সাহিত্যই কোনও জনগোষ্ঠীকে কোনও দেশকে কোনও কালকে ধারণ করে থাকে যুগের পর যুগ। যে ইতিহাস হারানোর ইতিহাস নয় বরং সৃষ্টির ইতিহাস, বিকাশের ইতিহাসের কথা বলে – যার মধ্যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়ে মানুষ তার হতগৌরবকে পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ঋষি অরবিন্দ তাঁর *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি* গ্রন্থে ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়েও এই একই বিষয় উত্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন একটি জাতির রসবোধ, সৌন্দর্য বোধ এবং তার ক্রিয়াশীল মনের বহুমুখী পরিচয় খুব সাবলীল ভাবে পাওয়ার জন্য সেই জাতির সাহিত্যের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান করতে হবে কারণ একমাত্র শব্দই পারে সেই জাতির অন্তরাত্মার ভাবমূর্তিকে সুচারু ভাবে প্রকাশ করতে। (পৃ. ৩০৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখনের কাজ মূলত শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে আধুনিকতার গোড়াপত্তনের যুগে। তাই, বলা যায় বাংলার ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের অনেক আগে থেকেই যে সেই প্রশ্ন শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে জাগতে শুরু করেছিল তা বলাই বাহুল্য। আসলে, উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষিত মানুষ বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সাহচর্য্যে আসার ফলেই তার নিজস্ব সাহিত্যধারার একটি ক্রমপর্যায় ইতিহাস রচনার কথা ভেবেছিল। মূলত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকা বাঙালি এই সময় যে জাতীয়তাবাদী ধারণায় উন্নীত হয়েছিল তার ফল স্বরূপ তার নিজের জাতি চেতনা, আত্ম-আবিষ্কার, গৌরব অন্বেষণের তাগিদ তৈরি হয়েছিল। তাই, বিজিত জাতির গ্লানি দূর করার জন্য এমন এক ইতিহাস খোঁজার, বলা ভালো নির্মাণ করার প্রয়োজন পড়েছিল যা এই সময় শিক্ষিত বাঙালি চিরাচরিত রাজনৈতিক ইতিহাসের পারম্পর্যের মধ্যে খুঁজে পায়নি। কারণ, সেই ইতিহাস বাঙালি ও বাংলাকে বারবার বিদেশি-বিজাতি-বিধর্মী শক্তির দ্বারা বিজিত-অধিকৃত-শোষিত-শাসিত দুর্বল এক জাতিসত্ত্বা হিসেবে চিত্রণ করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে। আর তাই, পরাধীনতা, অপ্রাপ্তির হীনমণ্যতাবোধ এই সময় বাঙালিকে একীকরণের আদর্শে ইতিহাস নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং এই নির্মাণ সম্ভবপর ছিল একমাত্র সাহিত্য বা সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই।

বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে যিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি রামগতি ন্যায়রত্ন (জন্ম - ৪ঠা জুলাই ১৮৩১, মৃত্যু - ৯ই অক্টোবর ১৮৯৪)। তবে একদিনে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেনি, বরং বলা যায় পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার অনেক আগে থেকেই এবিষয়ে খণ্ড খণ্ড কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫২ সালে বিটন সোসাইটির সভায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠের শুরুতেই মূলত ইউরোপীয় কাব্য গরিমার বিপরীতে বাংলা ভাষা ও প্রাচীন কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে তিনি ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কবিদের একপ্রকার রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে আমাদের দেশীয় কবিতার মধ্যে গাম্ভীর্য কম থাকলেও তার মধ্যে রসের ভাব আছে ভরপুর। একদিকে তিনি ইউরোপীয় কবিতাসমূহকে 'সলজ্জ গম্ভীর স্বভাবের আর্য ভাবসম্পন্ন প্রৌঢ়া'র সঙ্গে যেমন তুলনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি স্বদেশীয় কবিতাকে তাঁর মনে হয়েছে 'চিরযুবতী, হাস্যবতী, রসশালিনী সুন্দরী'। (পৃ. ৩-৪) কিন্তু, এর পাশাপাশি তিনি একথাও স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি যে ইংরেজির মতো উন্নতমনা কবিতার ঔজ্জ্বল্য এদেশীয় কবিতায় ছিল না। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিয়েও তিনি স্বদেশীয় কবিতাকেও সাদরে গ্রহণ করার, লালন-পালন ও চর্চা করার কথা বলতে চেয়েছেন। শুধু এটুকুই নয় তিনি বাংলার মধ্যযুগীয় কবি ও কাব্য নিয়ে আলোচনার সূত্রে কৈলাসচন্দ্র বসুর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যেখানে বাঙালিকে চির পরাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীনচেতার অভাবকেই প্রকৃত কবির অভাবের মূল কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন আলোচক বসু। কিন্তু, এই মন্তব্যের বিপরীতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন শুধু ব্রিটিশরাজ-ই নয় মুসলমান শাসনকালেও কীভাবে বাংলার কবিবর্গ তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে স্বকীয়তার ও বাংলার নিজস্ব কাব্যমহিমার সুর-স্বর-ভাষা-ছন্দকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র *দ্য ক্যালকাটা রিভিউ*-তে যখন 'Bengali Literature' প্রবন্ধ লিখছেন তখন তিনি হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের *কবিচরিত* (১৮৬৯ খ্রিঃ) ও মিত্র প্রকাশ (১৮৭০ খ্রিঃ) নিয়ে আলোচনার সূত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কন (*চণ্ডীমঙ্গল*), *চৈতন্যচরিতামৃত*-এর কথা বললেও বিদ্যাপতিকেই প্রাচীন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন - 'The first in order are the lyric poets, at the head of whom must be placed Vidyapati.' (২৯৪) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে বাবু হরচন্দ্র দত্ত'র কথা উল্লেখ করেছেন যিনি কবিকঙ্কনকেই বাংলা ভাষার আদি কবি বলে স্বীকার করেছেন। (পৃ. ১১) অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই সময়ে প্রাচীনত্বের প্রসঙ্গ সবক্ষেত্রেই একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উঠেছিল। আসলে, জাতীয়তাবাদী আত্মানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সমাজ এই প্রাচীনত্বের ইতিহাস সন্ধানের মধ্যে দিয়েই জাত্যাভিমানকে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিল।

১৮৭২ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন যখন 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লিখছেন তখনও তা এই ধারার বাইরে ছিল না। বাঙালি জাতি বিশেষত তার ভাষা সাহিত্যের প্রাচীনত্বের ইতিহাস খোঁজা ও তাকে নিজের মতো করে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এই প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। যেখানে প্রথম অধ্যায়ে তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা অক্ষরের প্রবর্তন কোন সময়ে হয়েছিল এবং তার বিবর্তনের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবং এর পরবর্তীতে রামগতি তাঁর আলোচনাকে বাংলা ভাষার অবস্থার পার্থক্যের নিরিখে তিনটি কালে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন যেখানে প্রথম থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী সময়কে 'আদ্যকাল', চৈতন্যদেব থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়কে 'মধ্যকাল' এবং ভারতচন্দ্র থেকে রামগতি তাঁর নিজের সময়কাল পর্যন্ত কালপর্বকে 'ইদানীন্তনকাল' নামে চিহ্নিত করেছেন ('প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন' অংশ)। বর্তমান এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রামগতি কীভাবে বাংলা কাব্যধারা ও কবিদের সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাচীনতাকে ও তার সৃষ্টির গৌরবকে বোঝার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন সেই দিকটি অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রামগতির প্রস্তাবের মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাসের নির্মাণকে বুঝতে হলে নির্দিষ্ট ও বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ দিতে হবে, যার মধ্যে ছিল ভাষাচর্চা ও তার প্রাচীনত্বের প্রমাণ অনুসন্ধান। কারণ, এই সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল এই ভাষার উৎপত্তি ও তার বিকাশের সূত্র পর্যালোচনার পাশাপাশি কালপর্ব অনুযায়ী সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন অনুসন্ধান ও তার ঐতিহাসিকতা বিচার। ফলত, প্রমাণ সাপেক্ষ সাহিত্যিক নিদর্শন উপস্থাপনের জন্য এই সময়ে ইতিহাস চর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত হয়েছিল মুদ্রণ শিল্প। অর্থাৎ, প্রাচীনত্বের সঙ্গে যোগসূত্রই এই সময় ইতিহাসকারদের কাছে যথেষ্ট ছিল না বরং ছাপার অক্ষরের মধ্যে দিয়ে সেই ঐতিহাসিকতাকে সপ্রমাণের চেষ্টাও দেখা যাচ্ছিল।

ন্যায়রত্নও তাঁর প্রস্তাব রচনার ক্ষেত্রে বারবার এই মুদ্রিত গ্রন্থের উপর জোর দিয়েছিলেন। আর তাই ন্যায়রত্নের মতে – "...শেষের যে কয়েক শতাব্দীর লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তাহা হইতেই তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ হয়।" (পৃ. ২) একদিকে তিনি যেমন মৌখিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে চাইছেন না অন্যদিকে আবার তেমনি বাংলা অক্ষর বা লিপি উদ্ধারের জন্য তাঁকে অনেক বেশি আগ্রহী দেখা গেছে লক্ষ্মণ সেনের আমলের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, তাঁর ঝোঁকটা হয়ে উঠছে লিখিত বা মুদ্রিত সাহিত্যের প্রতি। মূলত ভাষা-হরফের ইতিহাস থেকে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে যেতে চেয়েছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আলোচকেরা বাংলা ভাষার উৎস ও তার বিকাশের আলোচনায় সংস্কৃত ভাষাকেই বাংলা ভাষার জননী স্বরূপ এমন কথা বলেছেন, যদিও ন্যায়রত্ন তা মনে করেননি। তাঁর মতে বাংলার উদ্ভবের সঙ্গে সংস্কৃতের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই কিন্তু তিনি একটা পরম্পরার সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি সরাসরি তথ্য প্রমাণের মধ্যে দিয়ে দেবনাগর থেকেই যে বাংলা অক্ষরের উদ্ভব সে বিষয়টিকেও জোরালো করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্মৃতি শাস্ত্র ও মহাকাব্যাদির সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রেরও সাহায্য নিয়েছেন যেখানে তাঁর মতে এই গ্রন্থ সকল অতিপ্রাচীন কালের এ বিশ্বাস যদি করতে হয় তাহলে বাংলা অক্ষরের প্রাচীনতাও স্বীকার করে নিতে হবে। (পৃ. ৩) বাংলা অক্ষর যে দেবনাগর থেকেই উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছিল সেই বিষয়টি প্রমাণের জন্য তিনি *কামধেনু তন্ত্র*, রঘুনাথ ভট্টাচার্যের *দীক্ষাতত্ত্ব*-এর সাহায্য নিয়েছেন। একই সঙ্গে সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের উল্লেখ করেছেন যা তাঁর মতে রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলে কোনও ব্রাহ্মণকে প্রদান করা সনদপত্রের নিদর্শন এবং এর লেখনীর অক্ষর না সম্পূর্ণত দেবনাগরের সঙ্গে মেলে না বাংলার সঙ্গে। রামগতি এক্ষেত্রে অনুমান করেছেন যে দেবনাগর থেকে বাংলা অক্ষর উৎপন্ন হওয়ার যে সন্ধিকাল সেই সময়ে লেখনীর অক্ষর এমন ছিল।

ন্যায়রত্নের এই প্রস্তাব সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার ধারায় অন্যান্য কাজের থেকে যেখানে সম্পূর্ণত বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল তা হল যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে। বলে রাখা ভালো ১৮৫৩ সালে যখন বিদ্যাসাগর *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব* লিখছেন তখন তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন বিষয় পরিকল্পনার উপর, ইতিহাসের সাল-তারিখের উপর নয়। অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে তাই তিনি বিষয়গত ও ভাবগত দিক থেকে সাদৃশ্য আছে এমন বিষয়কে এক জায়গায় এনে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেখতে চাইছেন। '৭২ সালে রামগতিও বিদ্যাসাগরের এই ধারাকে অনুসরণ করলেন। এক্ষেত্রে *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থটির সূচিপত্রের দিকে লক্ষ করলে একটি বিশেষ বিষয় অনুধাবন করা যাবে যেখানে ন্যায়রত্ন যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে তুর্কি আক্রমণ বা পলাশীর যুদ্ধকে গুরুত্ব না দিয়ে সেই স্থানে প্রধান করে তুলছেন চৈতন্য, ভারতচন্দ্র বা বাংলা সাহিত্যধারার অন্যান্য কবিবর্গ ও তাঁদের সৃষ্টিকে। এবং এর পাশাপাশি নিজের সময়কে 'আধুনিক যুগ' বলে উল্লেখ না করে বলছেন 'ইদানীন্তনকাল'। অর্থাৎ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত যে আধুনিক মন-মানসিকতার জাতিবৈরী মনন তাকে তিনি প্রস্তাবে ঠাঁই দিচ্ছেন না। তার পরিবর্তে মুসলমান বা ব্রিটিশ শক্তিকে দূরে রেখে সম্পূর্ণত দেশীয় ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বাঙালির অস্তিত্বের অনুসন্ধান করতে চাইছেন। অর্থাৎ ইতিহাসের নির্মাণের বিষয়টি প্রথম থেকে তাঁর ইতিহাস চর্চায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রামগতির আদি ও মধ্যযুগ চর্চার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যাপতির বাঙালিত্ব প্রসঙ্গ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে কবিদ্বয়ের কবিশক্তির মহিমা ও তাঁদের রচনার পারিপাট্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে রামগতি একদিকে যেমন উভয়কেই বাংলার কবি বলেই ধরে নিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি আবার এই কবিদ্বয়ের রচনার আগেও যে বাংলা রচনা থাকতে পারে সে সম্পর্কেও অনুমান প্রকাশ করেছেন। (পৃ. ২৭-২৮) রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির হিন্দি শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য ও পরবর্তীতে তা ব্রজভাষা হিসেবে উল্লেখ করলেও ন্যায়রত্ন বিদ্যাপতিকে অবাঙালি কবি হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। বিদ্যাপতির কবিতায় ভাষার মিশ্রণের ক্ষেত্রে তাই তিনি যুক্তি প্রতিষ্ঠা করছেন এই বলে যে – বিদ্যাপতির হিন্দি শব্দের আধিক্যযুক্ত গীতগুলি মৈথিলীভাষায়, কম আধিক্যের গীতগুলি মৈথিলী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় এবং যে গীতসমূহে একেবারেই মিশ্রণ নেই সেগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। অর্থাৎ, রামগতি ন্যায়রত্ন ইতিহাস লিখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাপতির মৈথিলী কবির প্রামাণ্য তথ্যকে উল্লেখ করেও বিদ্যাপতির বাঙালি কবি পরিচয়কে অস্বীকার করতে নারাজ। তাই তিনি বলেন – "বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবিশ্রেণী হইতে অপসারিত করিব না"। (পৃ. ২২) অর্থাৎ, তিনি বারবার বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশবাসী এবং বাংলা ভাষার কবি বলে জাতীয়তাবাদের দ্বারা অধিকার বা আত্মসাৎ করার মধ্যে দিয়ে বিদ্যাপতিকে, তাঁর কাব্যকে বাঙালি ও বাংলা বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। ফলে ইতিহাসের যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সেটাকে তিনি মানছেন না, তার পরিবর্তে আধুনিক এনলাইটেনড বাঙালির যে 'আমি'-বোধ তার পরিচয় খুঁজতে গিয়ে একটি কল্পিত অতীত তৈরি করছেন। মনে রাখতে হবে এই সময় *চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কোনোটাই আবিষ্কৃত হয়নি ফলে ভাষার প্রাচীনত্বের গরিমা তিনি অন্য ভাষাকে দিতে নারাজ। অনুমান করা যেতে পারে এই কারণেই ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক যুক্তিবোধের বিপরীতে গিয়ে তিনি 'বঙ্গ' শব্দের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি, তাই 'বাঙ্গালা' ভাষার বৃহৎ ক্ষেত্রকে ধরতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গেই রামগতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ে লক্ষ করা প্রয়োজন যেখানে বারবার 'অনুমান'-এর প্রসঙ্গ চলে আসছে। 'বিজ্ঞাপন' অংশে বাংলা ভাষায় সময় নির্ধারণ ও তার রূপান্তরের ক্ষেত্রে 'অনুমানের উপর নির্ভর করার' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বিদ্যাপতির বাঙালিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রেও বিদ্যাপতির জন্মস্থান সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশিত হয়েছে – "আমাদের অনুমান হয়, বাঙ্গালাদেশই বিদ্যাপতির জন্মভূমি..."। (পৃ. ২২) এবং তিনি শুধুমাত্র ইতিহাস রচনার জন্যে নিজের অনুমানের উপর ভরসা করেই ক্ষান্ত থাকছেন এমনটা নয় বরং পাঠককেও তাঁর অনুমানকেই সত্য বলে মেনে নিতে বলছেন কারণ সেই সত্যের উপর নির্ভর করলে তবেই বিদ্যাপতির ভাষাগত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়রত্নের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিক্রমের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক বোধগম্য হবে এমনটাই তাঁর অভিমত। ইতিহাসের মধ্যে বা ঐতিহাসিকদের কাজের পদ্ধতির মধ্যে অনুমান নির্ভরতা বা পূর্বধারণা যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। R. G. Collingwood তাঁর 'The Idea of History' গ্রন্থে প্রিসাপোজিশন বা পূর্বধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কোনও প্রশ্ন ছাড়া বা কোনও একটি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কোনও ঐতিহাসিক কাজের অনুসন্ধান শুরু হয় না। ইতিহাসবিদরা শুধুমাত্র অতীত ঘটনাবলীর তালিকা প্রস্তুত করেননা বরং যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে সেই অতীত ঘটনাগুলির মধ্যে সম্পর্ক, পারম্পর্য ইত্যাদি বিচার করে প্রশ্নাবলীর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ, অনুমানকে অবশ্যই তথ্য প্রমাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। আর এখানেই রামগতি'র

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইতিহাস চর্চার পদ্ধতির মধ্যেই একটা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। যেখানে তিনি অনুমিত ঘটনাকে বা বিষয়কে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন আরও এক অনুমিত বিষয়ের মধ্যে দিয়ে। ফলে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রামগতি যেখানে মুদ্রিত গ্রন্থকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন সেখানে কোনও একটি বিষয়কে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়ে তিনি সেই প্রামাণ্য তথ্যকেই উপেক্ষা করে ইতিহাস রচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন একান্তই অনুমানের উপর নির্ভর করে। Herbert Butterfield তাঁর 'The Whig Interpretation of History' গ্রন্থে 'The Underlying Assumption'-এর কথা বলছেন, যার অর্থ ইতিহাসবিদদের মধ্যে একটি পূর্ব ধারণা আছে যেখানে তারা মনে করে অতীতের মানুষরা বর্তমানের অর্থাৎ আমাদের থেকে ভিন্ন হলেও তাদের চিন্তা ভাবনার জগতের মধ্যে কিছু মাত্রায় প্রবেশ করা সম্ভব। অর্থাৎ, অতীতকে অতীতের মতো করেই দেখা ও বোঝার চেষ্টা করলে তবেই বর্তমানের সঙ্গে তাঁর একটা শিকড়ের যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হতে পারে। সেই একই বিষয় কাজ করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও। যেখানে, একটি কালের সৃষ্টকে তার সমসাময়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করলে তবেই অতীতের সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আজকের বা ইতিহাসকারের সমসময়ের সঙ্গে তার যোগসূত্রকে, গুরুত্বকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। রামগতি ন্যায়রত্নও মূলত বারবার বাংলা সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন সাহিত্যকীর্তি সমূহকে কিছুটা তথ্য নির্ভর কিছুটা অনুমান নির্ভর আবার কিছুটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিরিখে পাঠ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে একীভূত করার চেষ্টা করেছেন।

রামগতির দৃষ্টিতে মধ্যযুগকে পাঠ করার একটি প্রধান অন্তরায় হল তাঁর রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা। তিনি সাহিত্যমূল্য বিচার না করে ঔচিত্যবোধ, নৈতিকতাবোধ কিংবা ভ্যালু জাজমেন্ট-এর ভিত্তিতে সাহিত্য বিচার করেছেন। তাই বিদ্যাপতির অভিসারের বা বয়ঃসন্ধির পদকে গৌণ করে দেখিয়েছেন এবং গুরুত্ব দিচ্ছেন বিরহিণী রাধাকে। এমনকি চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে তাঁর মত - "প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধ হয় না।" (পৃ. ২৭) ন্যায়রত্নের বিবেচনায় মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত শ্রেষ্ঠ না হলেও অনূদিত সাহিত্য রূপে এই দুই মহাকাব্যের গুরুত্ব আছে কেবল রামের পিতৃ ভক্তি, লক্ষ্মণ-ভরতের জ্যেষ্ঠানুরাগ, সীতার পাতিব্রত্য, পাণ্ডবদের সৌভ্রাতৃত্ব, যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় বাংলার সকল মানুষের কাছে বোধগম্যের জন্য। (পৃ. ৯৯) আবার চণ্ডীকাব্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি কালকেতুর অধিক ভোজন, বড় মানুষের মেয়ে খুল্লনার গুণচট পড়ে একাকী বনে ছাগল চড়ানো, ১২ বা ১৩ বছরের বিবাহিত খুল্লনার সহবাস না করেও বিদেশাগত পতির সঙ্গে সহবাসের ব্যগ্রতাপ্রকাশ, সপত্নীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা কিংবা ১২ বছরের শ্রীমন্তের শালী শালাজদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির মতো ঘটনাগুলিকে বিশেষ সঙ্গত মনে হয় না। (পৃ. ১০৮-১০৯) আবার ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এর সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে বলছেন - "ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আদি রসের যেরূপ ছড়াছড়ি করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ মোটে করেন নাই।" (পৃ. ১০১) তিনি মুকুন্দের ব্যক্তি জীবনের দারিদ্র্য-সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে ফুল্লরার দারিদ্র্যবর্ণন প্রসঙ্গে বলছেন - "পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।" (পৃ. ১০২) একই রকমভাবে রামেশ্বরের শিবকীর্তনে করুণরসের অভাব রামগতির মনে দাগ কাটতে পারেনি।

একদিকে যেমন ন্যায়রত্নের রক্ষণশীল মনোভাব স্পষ্ট অন্যদিকে তেমনি আবার 'ইদানীন্তনকাল' পর্বের মধ্যে টপ্পা, কবিগান, যাত্রার মতো গীতিকবিতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে অসংকোচে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিতে এই ধারার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন – "...বিচিত্রপদাবলী সমন্বিত চমৎকারজনকভাবসম্পন্ন গীতদ্বারাও বাঙ্গালাভাষার কম পুষ্টি সাধন হয়নাই।" (পৃ. ১৫০) বাংলা টপ্পা অঙ্গের গীত রচনার গুণকীর্তনে নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) ভূয়সী প্রশংসার পাশাপাশি তিনি রামবসু, হরুঠাকুর প্রমুখের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এঁদের কবিসত্ত্বার হাত ধরেই যে 'কবি' নামক গীতধারার সৃষ্টি হয়েছে এমনটা দাবি না করা গেলেও তাঁদের জন্যেই যে এই ধারা গৌরবের শিখরে উঠেছিল সে সম্পর্কে তিনি দ্বিমত পোষণ করেননি। এর পাশাপাশি তিনি কবিয়ালদের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন তাঁদের প্রথাবদ্ধ বিদ্যাশিক্ষা না থাকলেও কবির লড়াই-এ অল্প সময়ে গীত রচনা এবং সেই গীতের কৌশল ও পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্যেই পণ্ডিত মহলে এই গীত ও গীত রচয়িতাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। অর্থাৎ, রামগতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তিনি গ্রহণ-বর্জন বা সমালোচনা করেছেন কালের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শবোধের নিরিখে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তবে এই সীমাবদ্ধতাটুকুই শেষ কথা নয়। ন্যায়রত্নের সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণের এই রক্ষণশীল মানসিকতার পাশাপাশি একটা উইশফুল থিংকিং-ও কাজ করেছে। ন্যায়রত্ন পাশ্চাত্যের এমন এক প্রবণতার সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাসের ধারণাকে মেলাতে চেয়েছেন যেখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রায় সকল বিষয়কে সংরক্ষণযোগ্য লিখিত নথি বা প্রামাণ্য দলিলের আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা অধিক। অন্যদিকে, ভারতীয় ইতিহাস-ধারণা প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা, অনুমান, কল্পনা এবং ব্যক্তিজীবন নির্ভর অর্থাৎ, জীবনাচরণের উপাদানের উপরই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। অভিজিৎ গুপ্ত তাঁর 'The Spread of Print in Colonial India : Into the Hinterland' গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতের সাহিত্যকীর্তি, তথ্য, অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে চিরাচরিত ভাবে দীর্ঘকাল ধরে তালপাতার ব্যবহারকেই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এর কারণ হিসেবে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের তালপাতার সহজলভ্যতাকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর, এর বিপরীতে পাশাচত্যের লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হত পার্চমেন্ট। পার্চমেন্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা সংরক্ষণের অধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। ফলত, লিখিত নথিকে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে সংরক্ষণ ও তার অখণ্ডতার প্রতি পাশ্চাত্য অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং, বলা যায় রামগতি ন্যায়রত্নের বাংলা সাহিত্যকে অবলম্বন করে ইতিহাস রচনার এই যে উদ্যোগ, যেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু কাজ শুরু হলেও বিভিন্ন উপাদানকে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি করে সেই সমস্ত নথি লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়ে আদতে তিনি ভারতীয় প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস পাঠের ধারণার আওতায় ইউরোপীয় সংরক্ষণ রীতিকেই গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ, রামগতির সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার সাধনা আসলে যেন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা। পাশাপাশি এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে ন্যায়রত্নের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র একটি বিস্মৃত ধারার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা নয় বরং, ইতিহাস নির্মাণের প্রচলিত নথি নির্ভর পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাকেও প্রশ্ন করা – যেখানে বিচ্ছিন্ন, অসাংগঠনিক বয়ানগুলিকেও ইতিহাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করার এক সচেতন উদ্যোগ আছে। বাঙালি হিসেবে জাতিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে আর্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন। জাতি-গরিমার ইতিহাস অনুসন্ধানে সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে এই যে ব্রাহ্মণ্য রুচির নিয়ন্ত্রণ সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। তিনি যেভাবে প্রতিটি সাহিত্য উপাদানের ভাষা-ছন্দ-কাব্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভাষা-মাধুর্য্যের ক্রম পরিবর্তনকে লক্ষ করেছেন তা যে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের পথপদর্শকের কাজ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে উঠলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের নিরিখে সাহিত্যিক নিদর্শন ও শুধুমাত্র তার পর্যালোচনায়। যেখানে সাহিত্য ও সাহিত্যমূল্য বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেলেও জাত্যাভিমানের যে আদর্শ নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের নির্মাণ শুরু হয়েছিল সেই বাঙালির, বাংলা ভাষার, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ের খোঁজ বা টান কোনোটাই সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তাই, সমস্ত সীমাবদ্ধতা-অযৌক্তিকতাকে মেনে নিয়েও জাতীয়তাবাদের ঊষা লগ্নে বাংলা সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম বাংলা ও বাঙালিকে একীভবনে সচেষ্ট হয়েছিল তাঁকে, তাঁর প্রচেষ্টাকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আরও একবার ফিরে দেখার, পুনর্বিবেচনা ও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বিবিধ প্রবন্ধ* (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), সম্পাদক শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩৯, পৃঃ ৩০৯, ৩২০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, ২০১৯, পৃ. ৭

---, *ইতিহাস*, বিশ্বভারতী, ১৯৫৫, পৃ, ১

ন্যায়রত্ন, শ্রীরামগতি, *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৮৭, পৃ. ২-৩, ২২, ২৭-২৮, ৯৯, ১০১-১০২, ১০৮-১০৯, ১৫০-১৫১

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, *বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ*, ১৮৫২, পৃ. ৩-৪, ১১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 70
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 622 - 629
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

https://archive.org/details/dli.ministry.27852/page/n3/mode/2up

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৪৬, পৃ. ৩৪৪

বিদ্যাসাগর, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, সংস্কৃত প্রেস, ১৮৭৯

শ্রীঅরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি*, অনুবাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৯, পৃ. ৩০৯

সাহিত্যদর্পণঃ, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পুস্তক, ১৮৬০

Butterfield, Herbert. *The Whig Interpretation of History*. G. Bell & Sons, 1931, pp. 9-30

Chattopadhyay, Bankim Chandra. 'Bengali Literature'. *The Calcutta Review*, vol. LII, 1871, p. 294

Collingwood, R.G. *The Idea of History*. Oxford University Press, 1946

Gupta, Abhijit. *The Spread of Print in Colonial India: Into the Hinterland*. Cambridge University Press, 2021, p. 33

Mishra, Acharya Ramchandra, editor. *Kavyadarsa of Mahakavi Dandi*. Chowkhamba Vidyabhawan.

Thapar, Romila. *The Past as Present: Forging Contemporary Identities Through History*. Aleph, 2014